স্থগিত ঘোষণার পরও গতকাল সোমবার রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে রাজধানীর বেশ কয়েকটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে। অথচ গত রবিবার বাংলাদেশ পলিটেকনিক ছাত্র পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক মেহেরাব হোসেন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে কর্মসূচি প্রত্যাহারের ঘোষণা দেওয়া হয়।

গতকাল দেশের বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনে নামে শিক্ষার্থীরা। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মহিপালে ফেনী সরকারি ও বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা গতকাল সড়ক অবরোধ করেছে।

মেহরাবের স্বাক্ষর করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের বর্তমান সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে আমরা সব ধরনের আন্দোলন থেকে সরে এসেছি। সংগঠনের সিদ্ধান্ত না মানলে বহিষ্কার করা হবে। বোর্ডের সিদ্ধান্ত মেনে পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।’

আন্দোলনরতদের দাবিগুলো হলো প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম পর্বের ক্লাস চালু করে শর্ট সিলেবাসে পরীক্ষা নিতে হবে, সব অতিরিক্ত ফি প্রত্যাহার করতে হবে, প্রাইভেট পলিটেকনিকে সেমিস্টার ফি অর্ধেক করতে হবে, ২০২১ সালের মধ্যে ডুয়েটসহ অন্যান্য সব প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসনসংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

এর আগে গত রবিবার কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. আমিনুল ইসলাম খান বলেন, ‘দাবি মেনে নেওয়ার পরও রাজপথে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা মোটেও সমীচীন ও নৈতিক নয়। পরীক্ষার শিডিউল হচ্ছে এবং যথানিয়মে শর্ট সিলেবাসে পরীক্ষা হবে। অপতৎপরতা অব্যাহত রাখলে ধরে নেব শিক্ষার বাইরেও তাদের অন্য কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে।’